R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।


# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪


জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে ফাল্গুন ১৪২০
১২ই মার্চ, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

## মদ ও জুয়ো বন্ধে মহকুমা শাসকের কাছে এলাকার মহিলাদের আর্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর পুরসভার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় জুয়ো ও মদের ঠেক বেপরোয়াভাবে চলছে। যার ফলে এলাকার পরিবেশ দিনের পর দিন দূষিত হয়ে পড়ছে। দুঃস্থ পরিবারগুলোতে নিত্যদিন নেশা করে মেয়ে বউদের মারধোর চিৎকার লেগেই আছে। বালিঘাটা প্রাইমারী স্কুলের দোতলায়, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের জুম্মা মসজিদের পাশে বাইরের লোকজনের সমাগমে নিয়মিত জুয়োর আসর বসছে। তার সঙ্গে এলাকার বিভিন্ন ভাটী থেকে মদ যাচ্ছে। এই পরিবেশ পাল্টাতে এলাকার ২৫/৩০ জন মহিলা দলবদ্ধভাবে ২৩ ফেব্রুয়ারী মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন এবং মদ ও মদ্যপদের দাপটে তাদের পরিবারগুলো আজ সংকটের মুখে, ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা প্রায় বন্ধ – সেকথা এস.ডি.ও কে জানান। এস.ডি.ও তাদের কথা শোনার পর আবগারী বিভাগের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এ ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা নিতে বলেন বলে খবর।

## ষ্টেট বাসষ্ট্যান্ডের দাবিতে এলাকার মানুষের আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামশেরগঞ্জ ব্লকের বাসুদেবপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বেসরকারি বাস ষ্ট্যান্ড থাকলেও দূরপাল্লার সরকারি বাস দাঁড়ায় না। অথচ এখানে হাইস্কুল, ব্যাঙ্ক, আই.সি.ডি. এসের ব্লক অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর চালু আছে। আই.এন.টি.টি.ইউ.সির ব্লক সভাপতি মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এলাকার মানুষ জেলা পরিবহন আধিকারিক, জেলা শাসক, পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্রসহ একাধিক আধিকারিকের কাছে বাসুদেবপুরে ষ্টেট বাস দাঁড়াবার দাবি জানান।

## পারাপারে যাত্রী নিরাপত্তা হারিয়ে যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত ফেরীঘাট দুটো চলছে ঘাট ইজারাদারদের খেয়াল খুশি মতো বলে অভিযোগ। আগে গাড়ী ঘাটে দুই পারে দুটি স্পীড বোট থাকতো। বর্তমানে সেখানে একটিতে পারাপারের কাজ চলছে। যার জন্য অফিস স্কুল কলেজের সময়

(শেষ পাতায়)

## যাবতজীবন কারাদন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক দেবাশিস ব্যানার্জী ১মার্চ সামশেরগঞ্জ থানার হাতিছিত্রা গ্রামের বাসিন্দা বদরুল মহালদার ও বাবলু মহালদারকে যাবতজীবন কারাদন্ড দেন। ২০০২ এর ৩০ মে ঐ গ্রামের মোতাহার মহালদারকে ওরা আক্রোশবশতঃ হত্যা করে। ৩ জুন পার্শ্ববর্তী হাজিপুর গ্রাম থেকে মোতাহারের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। ও দুই আসামীকে গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘ সময় ধরে মোকর্দমা চলার পর দোষীরা শাস্তি পায়।

## জঙ্গিপুর থেকে বিজেপি প্রার্থী সম্রাট

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থীর দাবিদার হয়ে নাম গিয়েছিল খড়গ্রামের অনন্ত মণ্ডলের, নবগ্রামের অভিরাম মুর্মুর, ফরাক্কার হেমন্ত ঘোষের, রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের রাম চৌধুরীর ও রঘুনাথগঞ্জবাসী জঙ্গিপুর কোর্টের তরুণ আইনজীবী সম্রাট ঘোষের। রাজ্য বিজেপি কেন্দ্রের নির্দেশে তরুণ প্রার্থী সাম্রাটকে নির্দিষ্ট করে।

## বহুজন মুক্তি পার্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা: বহুজন মুক্তি পার্টির মুর্শিদাবাদ শাখার সম্পাদক গোলাম কিবরিয়ার উদ্যোগে সাগরদীঘিতে ২৩ ফেব্রুয়ারী এক ঘরোয়া সভা হয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক অনির্বাণ হালদার। আম্বেদকারের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহুজন মুক্তি পার্টি আগামী নির্বাচনে বেশ কয়েক জায়গায় প্রার্থী দেবে বলে জানা যায়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২০

## ॥ হোলি প্রসঙ্গে ॥

বাসন্তী প্রকৃতি তাহার নবীন ও সজীব সজ্জায় মানুষের মনে যে নান্দনিক অনুভূতির সঞ্চার করে, তাহা প্রকাশ করিতে সে যেন বলিতে চাহে, 'আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে'। আপন আনন্দকে সে অন্যের আনন্দের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া এক হার্দিক প্রীতির মিলন সেতু রচনায় তৎপর হয়। 'সবার রং এ রং' মিলাইবার পালায় এক স্বর্গীয় সুষমা নামিয়া আসে প্রচলিত দোলোৎসবে। সকল মানুষের মনের দুয়ারে শুভ ইচ্ছা ও শুভ কামনায় এক বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। জীবনের দৃঢ় বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতকে ও বেদনার্ত মনকে দূরে সরাইয়া দিয়া স্বল্প সময়ের জন্যও মানুষ একে অপরকে আনন্দযজ্ঞে অংশ লইবার জন্য জানায় আন্তরিক আহ্বান। ইহা ভারতের শাশ্বতবাণী।

পুরাণ কথা অনুযায়ী এক সময় হিরণ্যকশিপুর ভগিনী হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে গিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করে ; প্রহ্লাদকে অগ্নি স্পর্শ করে নাই। সেই সময় হইতে হোলি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বহ্ন্যুৎসবে, যাহা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশের দ্যোতনা করে। আরও নানা কথা হোলি উৎসব সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। দোলযাত্রা মূলতঃ রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক। গাছে দোলনা বাঁধিয়া ফুল পাতায় সাজান হয়। সেই দোলনায় উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণকে দোল দেওয়া হয়। মৃদঙ্গ মন্দিরের বাদ্যধ্বনিসহ খুশির গানে বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি মুখর হইয়া উঠে। ফাগ-গুলাল-আবির-কুমকুম ছড়ান হয় খুশির মেজাজে। সারা ভারতের নানা স্থানে হোলি উৎসব উদ্‌যাপনের বিভিন্ন আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। হোলি বিষয়ের বহু চিত্রকলা বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের দাবী রাখে।

রং ও আবিরের ছড়াছড়ির মধ্য দিয়া দোল উৎসব স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দের দ্যোতনা করিয়া রচনা করে হার্দিক প্রীতির এক মেলবন্ধন, ক্ষেত্র বিশেষে মনের প্রসারতার অভাবহেতু সেখানে কখনও কখনও দেখা দেয় নানা অশান্তি। অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে রং ও আবির দিলে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটে সংঘর্ষ ও খুনজখম। প্রায় প্রতি বৎসরই দেশের কোথাও না কোথাও অশান্তির কথা শুনা যায়। কোনও এক পক্ষ একটু সংযত ও সহনশীল হইলে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতে পারে না। সুযোগ বুঝিয়া রাজনৈতিক দলগুলিও ইহাতে মদত যোগায়।

আজকাল অনেক সময় রং-এর মাতন বহন করিয়া আনে হিংসা-দ্বেষ-কাম প্রবৃত্তির নারকীয় পরিণাম। বহু জিনিসের ক্ষতি সাধিত হয়। পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ঘরবাড়ির দেওয়ালকে রং, কালি প্রভৃতির দ্বারা বিকৃত করা হয়। প্রতিবাদ করিতে গিয়া গৃহস্থের হেনস্থা হয়। রেলগাড়ীর অনেক বগি কাদা ও গোবর নিক্ষেপের ফলে নোংরা হয়। ইহা উদ্দাম মানসিকতার এক ন্যক্কারজনক চিত্র। আইন করিয়া বা দোলৎসবের পূর্বে বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ নষ্ট না ঘটাইবার আবেদন জানাইয়া কতটুকু সুফল হইবে ? সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের বিবেকের জাগরণ ; ইহার অভাবেই পবিত্র উৎসব কলঙ্কিত হইতেছে।

## ।। পরিবর্তন ।।

### মানিক চট্টোপাধ্যায়

"পরিবর্তন" একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যে কোন অস্তিত্ববান বস্তুই পরিবর্তনশীল। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব দর্শনেই পরিবর্তনের পক্ষে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় প্রাক্ নির্বাচনী সময় থেকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে এই শব্দটি। পরিবর্তনকে সামনে রেখে নানান ধরনের রাজনৈতিক শ্লোগান। নানান ধরনের ছবি। নানান ধরনের স্বপ্নের ফেরি। এসবের মধ্যে কিন্তু কোন নূতনত্ব নাই। কারণ 'পরিবর্তন' স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে পরিবর্তনের রথের রশিতে পড়ে টান।

তাই পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন নূতন কিছু নয়। ছোটবেলায় রাজনৈতিক নির্বাচনের কথা বাবা-কাকার কাছে শুনেছি। যুক্তফ্রন্টের স্বল্পকালীন শাসন দেখেছি। তারপর সারা বিশ্বের নজরকাড়া চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্টের শাসনকাল। ২০১১ সালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল। নূতন দলের হাতে শাসনভার। এই পরিবর্তন একটা চিরন্তন সত্য। এটা কোন গিমিক নয়। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর রাজনৈতিক পালা বদলে সিপিএম অস্তিত্বহীন। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এখন শাসন চালাচ্ছে তৃণমুল কংগ্রেস।

এই পরিবর্তন সমাজের সর্বস্তরে ঘটে চলেছে। শিক্ষার আঙ্গিনায় পরিবর্তন। পরিবর্তন ব্যবসা-বাণিজ্য-সংস্কৃতি-ক্রীড়ার জগতে। পরিবর্তন তাদের চলনে-পোষাকে-আসাকে-কথাবার্তায়-মানসিকতায়। আমাদের সময় মাষ্টারমশায়রা স্বল্প বেতনে পাঠদান করে গেছেন। তারপর আমরা এই পেশায় এসে অনেক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি। কিন্তু তাঁদের চরণ ছুঁতে পারিনি। হালফিলের শ্রদ্ধেয় গুরুকূল কত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আছেন। তাঁরা আরো ভালো থাকুন। কিন্তু শিক্ষাদান ? ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ? সব কিছুই অর্থের দাঁড়িপাল্লায়। পরিবর্তনটা নিশ্চয়ই চোখে পড়ছে। শৈশবে পাঠশালা গিয়েছি স্লেট-পেনসিল-বই নিয়ে। এখনকার শৈশব শুরু হচ্ছে অন্যভাবে। ঘাড়ে সুদৃশ্য ভারি বই এর ব্যাগ। টিফিন বক্স। জলের বোতল। ঝক্‌ঝকে পোষাক। স্কুল ভ্যান বা স্কুল বাস। বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাগ আরও সুদৃশ্য। হাতে মোবাইল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাইভেট টিউশান। সব সময় দৌড়। অনেক ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক এত ব্যস্ত থাকেন যে তারা তাদের সাফল্যের কথা শিক্ষককে জানান মোবাইলে। মেসেজের মাধ্যমে। এগুলি কী পরিবর্তন নয় ? কাজেই 'পরিবর্তন' কোন নূতন কথা নয়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু সবকিছুতেই পরিবর্তনের স্রোত। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের অভিমুখ যেন ভালোর দিকে হয়। যেন কোন অশুভ বার্তা বহন না করে। পরিবর্তন যদি সমাজের বিভিন্ন মতামতের মানুষের মধ্যে অশান্তি-সংঘর্ষ-হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তবে তা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। মানুষই তখন বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করে মিলিতভাবে এই ধরনের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে। সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস এই কথাই বলে। তাই পরিবর্তন শব্দটির প্রতি আমরা যেন দায়বদ্ধ থাকি।

## স্বাধীন অসভ্য ভারতবর্ষ

### শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যখন প্রাচীন হিন্দুগণ এত সভ্য না হইয়াও স্বাধীন রাজ্যের অধীবাসী ছিলেন, সেই সময়ের একটি কাহিনী এক ৯৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের নিকট প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার সহিত তাহা পাঠকগণকে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম তাই প্রকাশ করিতেছি।

বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন –ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এক ক্ষুদ্র রাজ্য রাজপুত রাজার শাসনাধীনে ছিল। রাজা ছিলেন ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল। একদিন অন্য রাজ্যের অধিপতি ভারতবর্ষের রাজপুত রাজাদের মধ্যে একতার অভাব শুনিয়া এই দেশ অধিকার করিবার সুযোগ বুঝিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন রাজ্যের প্রয়াত অবস্থা জানিবার জন্য। সে দেশের অধিপতি জানিতেন যে রাজপুত রাজারা শত্রুর দূতকেও অবধ্য বলিয়া মনে করে। অতিথি সেবায় তাঁহারা অতুলনীয়। বিদেশী রাজার দূত তাঁহার পরিচয় পত্র দিয়া রাজপুত রাজের সহিত সাক্ষাৎ করা মাত্র রাজা পুরোহিত ডাকাইয়া দেবতা পূজার মত পদ্য-অর্ঘ্যপাদ্য ইত্যাদি সহ দূতের অর্চ্চনা করিলেন। হিন্দুগণ জানিতেন–

চণ্ডালো ব্রাহ্মণো যপি
যো নার্চ্চয়তিচাতিথিং।
ন মুখং তস্ম্য পশ্যন্তি
নরকে পতিতাঃ অপি।।

অর্থ-চণ্ডালই হউক বা ব্রাহ্মণই হউক, যিনি অতিথির অর্চনা না করে, নরকে পতিত নারকীরাও তাহার মুখ দর্শন করে না। অতিথি দূত রাজধানীতে সম্মানিত হইয়া বিনা বাধায় ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। এ রাজ্যের কাহারও ঘরে তালা কুলুপ দিবার ব্যবস্থা নাই। ইহাতে তিনি অনুমান্ করিলেন – এ দেশে কি চোর নাই ? দূত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন –

(পরের পাতায়)

# অসভ্য ভারতবর্ষ .....(২ পাতার পর)

মহারাজ ! আপনার রাজ্যে কি কুলুপ চাবি ব্যবহার হয় না ? রাজা কুলুপ কি তাই জানেন না। দূত তাঁহার তোরঙ্গের তালা তাঁহাকে দেখাইতে তিনি বলিলেন কুঞ্চিকা ? এখানে এর ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। যেখানে লোক পরের দ্রব্যে লোভ করে এবং তাহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে সেই সব স্থানে কুঞ্চিকা (চাবি) দরকার হয়। দূত শুনিয়া অবাক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন আমি এমন এক চোরের রাজ্যের লোক যে তোমার সমস্ত রাজ্যটাই আত্মসাৎ করিবার সন্ধান করিতে আসিয়াছি।

দূত একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন –প্রতিদিন অতি অল্পক্ষণের জন্য রাজসভায় অধিবেশন হইতে দেখি –কই মামলা মোকদ্দমা কি অভিযোগ সন্ধানে বিচার হইতে দেখি না। রাজা বলিলেন – মতান্তর মনান্তর না হইলে বিবাদ হয় না, অভিযোগও হয় না। রাজা একথা বলিবা মাত্র দুইজন লোক রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। একজন বলিল – ধর্ম্মাবতার আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। অপর জন বলিল মহারাজ আমার প্রাণ রক্ষা করুন। রাজা প্রথম ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য বলার নির্দেশ দেওয়ায় সে বলিল – আমি ওর কাছে উপযুক্ত মূল্য নিয়ে এতখানি জমি বিক্রয় করেছি। ও আজ এক গামলা সোনার মোহর নিয়ে আমার বাড়ীতে রেখে বলে – এ সব তোমার, তুমি এগুলি গ্রহণ কর। আমি ওর দেওয়া মোহর কেন নিব মহারাজ। অপর ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য বলিতে বলায় সে বলিল – ধর্ম্মাবতার আমি টাকা দিয়া জমি কিনে আবাদ করার জন্য খুঁড়তে খুঁড়তে এই গামলা পাই, দেখি মোহরে ভর্ত্তি। ওর পূর্ব্বপুরুষ এগুলি রেখেছিলেন। ও তা জানে না। অভাবে পড়ে আমার কাছে এই জমি বিক্রী করে। এত টাকা থাকতেও জমি বেচেছে অভাবে। আমি এগুলি পেয়ে ওকে দিতে গেলাম ওর বাড়ীতে, ও আমাকে ওই মারে তো ওই মারে। ওর স্ত্রী আমার সাক্ষী! অপর ব্যক্তি জবাব দিল – ধর্ম্মাবতার আমি যখন জমি বেচেছি তখন জমিতে যা আছে সব ওর। আমি নিয়ে কি নরকস্থ হব ? মহারাজ উভয়ের অভিযোগ শুনিয়া মোহরসহ গামলাটি রাজকোষে রাখিবার আদেশ দিয়া উভয় পক্ষকে পনের দিন পর আসিয়া মামলার রায় শুনিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। দূত এই সব শুনিয়া মনে মনে বলিলেন – মোহর যখন রাজকোষে ঢুকিল তখন আজও ঢুকিল কালও ঢুকিল। পনের দিন সময় দেওয়া হইল বিচারের। মোহরগুলি উভয়ের কেহ দাবি করিল না। এ তো সহজ বিচার – সরকার সব বাজেয়াপ্ত করিবেন। এ যে পনের দিন সময় দিলেন আমাকে বুজরূপ দেখাবার জন্য ! দূত ভাবিতেছে পনের দিন শেষ হলেই রাজার সব কিস্মত বাহির হইবে। আমি যে রায় অনুমান করিলাম, তাই হবে তাই হবে।

সেকালে রাজা বাদশরা প্রমাণ প্রয়োগ উকীল মোক্তার বিশ্বাস করিতেন না। ছদ্মবেশে ঘটনার সত্য তথ্য বাহিরে অবগত হইয়া সুবিচার করিতেন। এ রাজা পনের দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া সুবিচার করার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন।

দিনের দিন উভয় পক্ষ হাজির হইল রায় শুনিবার জন্য। পক্ষদের চেয়ে উৎকণ্ঠিত এই বিদেশী দূত। তাঁর বিচার ছাড়া অন্য বিচার কি হইবে! রাজা উভয় পক্ষকে ডাকাইলেন। উভয়ে জোর হস্তে দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন-তোমরা উভয়ই রাজপুত। এক গৌত্রীয় নও। প্রথম পক্ষের এক পুত্র ছাড়া অন্য কোন সন্তান নাই। প্রতি পক্ষের একমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই। রাজার আদেশ প্রথম পক্ষের পুত্রের সহিত দ্বিতীয় পক্ষের

(শেষ পাতায়)

সস্তায় সুন্দর ডিজাইনের বিয়ের কার্ড একমাত্র আমরাই দিতে পারি
বাজার দেখে কিনুন
বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্ড সংগ্রহ করুন
বিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ , মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৯৩–২৬৬২২৮ * মোঃ–৮৪৩৬৩৩০৯০৭

মুন্দ্রা ব্রীক ফিল্ড
প্রোঃ – কৃষ্ণকুমার মুন্দ্রা (বুড়ো)
মজবুত বাড়ী তৈরী করতে ভাল ইটের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।
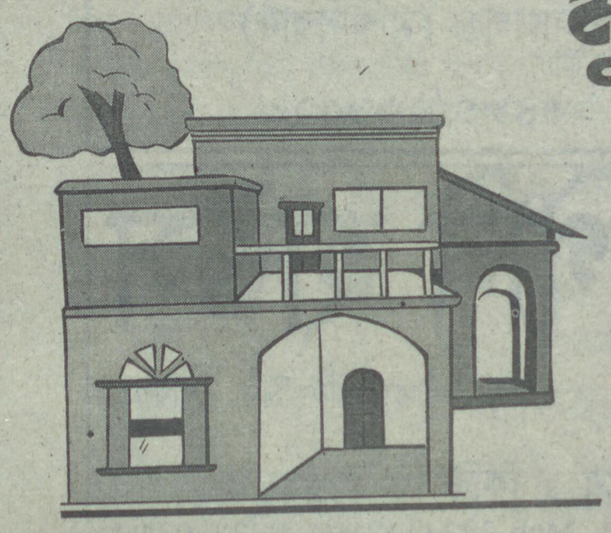
তালাই বাস স্টপেজ (৩৪নং জাতীয় সড়ক)
মোঃ– 9735989804, 9434000757

## খোদ এস.ডি.ও অফিসে হাউসরেন্টে ঝকমারি

নিজস্ব সংবাদদাতা: খোদ জঙ্গিপুরের এ.ডি.ও অফিসের নাইট গার্ড তপন সরকার দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর ধরে অফিসের ঘর দখল করে ফ্যামিলি নিয়ে বসবাস করছেন বিনা ভাড়ায়। অথচ হাউস রেন্ট আদায় করছেন নিয়মিতভাবে। শুধু তাই নয় – বিদ্যুৎ, জেনারেটরের আলো, পরিশ্রুত পানীয় জল সব কিছুই ব্যবহার করছেন অঢেলভাবে বিনা পয়সায়। এ খবর এস.ডি.ও সাহেব রাখেন কি ?

## আহত বাসযাত্রীদের দেখতে ভোট প্রার্থীদের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর থেকে যাত্রী বোঝাই বাস 'বাপি রাণা' রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের তালাই গ্রামের কাছে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পাল্টি খায়। আহত ১৮ জন যাত্রীকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে ১ জনকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে ভিড় করেন লোকসভার প্রার্থীরা। ছিলেন কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ মুখার্জী, সিপিএমের মোজাফফর হোসেন, বিজেপির সম্রাট ঘোষ এবং তৃণমূলের পক্ষে সেখ মহঃ ফুরকান প্রমুখ। ৮ মার্চ সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

## পারাপার .....(১ পাতার পর)

যাত্রীদের চাপে স্পীড বোটের অবস্থা বিপদজনক হয়ে পড়ে। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা নিয়েই পারাপার চলছে সেখানে। পারানির পয়সা আদায়ের ক্ষেত্রেও চলছে নানা বেনিয়ম। পুর কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় নয় বলে যাত্রীদের ক্ষোভ।

## অসভ্য ভারতবর্ষ .....(১ পাতার পর)

কন্যার বিবাহ দিয়া এই মোহরগুলি নবদম্পতিকে উপহার দিয়া রাজাদেশ পালন করিতে হইবে। বিদেশী দূত রায় শুনিবামাত্র রাজার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, এ বিচার স্বয়ং জগদীশ্বর করিয়া রাখিয়া আজ মহারাজার মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন। মহারাজ আমার ছেলে মেয়ে কেউ নাই। আমি আজ হতে মহারাজের সেবক হইয়া থাকিব। আর চোরের রাজ্যে ফিরব না।

প্রকাশকাল– ১৩৬৮

## ট্রেড ইউনিয়ন নেতার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের একসময়ের বিতর্কিত নেতা আই.এন.টি.ইউ.সি–র মহঃ বদিউজ্জামান ওরফে কালু খাঁ (৬৪) ৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। তাঁর উদ্যোগেই রঘুনাথগঞ্জে গণি খান চৌধুরী ও অধীর চৌধুরীর প্রথম আগমন। পরবর্তীতে কালু খাঁ কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ৯ মার্চ তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

## ২১ ফেব্রুয়ারী

### শীলভদ্র সান্যাল

বর্ণমালার গায়ে রক্তের দাগ লেগে আছে
সে – রক্ত সূর্যের মত লাল–
সে সূর্য অমৃত -পরিধির মাঝে
ঝ'রে যায় সকাল - বিকাল

ইতিহাস হ'তে গিয়ে যদি
সব পাখি উড়ে যায় বিপাশার তীরে
আজও তবু গঙ্গা হয় কীর্তিনাশা নদী
কাঁটা তার ছিড়ে।

মার কোল হ'তে তারা কেড়েছে খোকাকে
হৃদয়ের তাজা রক্ত ঢালা
একুশে ফেব্রুয়ারি তাই তো আমাকে
দিয়েছে নতুন বর্ণমালা।।


## জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয় আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ: ৪ নং ফরম- ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়–'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেসন, চাউলপট্টি, পোঃ–রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ), ২। প্রকাশের সময়, ব্যবধান-সাপ্তাহিক, ৩,৪,৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম-অনুত্তম পন্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ),৬। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল মূলধনের এক শতাংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা-অনুত্তম পন্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেসন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি অনুত্তম পন্ডিত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ–অনুত্তম পন্ডিত, প্রকাশক, রঘুনাথগঞ্জ, ১২ ই মার্চ ২০১৪



অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।